রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, এপ্রিল ১১, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
ট্রেজারি এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ
ঋণ ব্যবস্থাপনা অধিশাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ চৈত্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/৩১ মার্চ, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ৮৬-আইন/২০২১।—Public Debt Act, 1944 (Act No. XVIII of 1944) এর section 28 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ড বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়নের প্রস্তাব করিয়া এতদ্দ্বারা প্রাক-প্রকাশ করিল।

উপরি-উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে কাহারও কোনো আপত্তি বা পরামর্শ থাকিলে এই প্রজ্ঞাপন সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল এবং উক্ত সময়ের মধ্যে কোনো আপত্তি বা পরামর্শ পাওয়া গেলে সরকার উহা বিবেচনাক্রমে প্রস্তাবিত বিধিমালা চূড়ান্ত করিবে, যথা :—

প্রস্তাবিত বিধিমালা

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—এই বিধিমালা বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ড বিধিমালা, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য : টাকা ১২.০০

২। **সংজ্ঞা**।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "আর্থিক প্রতিষ্ঠান" অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (খ) এ সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

(খ) "ইলেকট্রনিক সিস্টেম" অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত এবং পরিচালিত যে কোনো ইলেকট্রনিক সিস্টেম, যাহা বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ড কিংবা অন্য কোনো সরকারি সুরক্ষাপত্রের ভান্ডার, লেনদেনের প্লাটফর্ম এবং সুরক্ষাপত্র ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবহৃত হয়;

(গ) "ঋণ ব্যবস্থাপনা শাখা (Debt Management Department)" অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ ব্যবস্থাপনা শাখা;

(ঘ) "গ্রাহক (client)" অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের চলতি হিসাবধারী কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোনো বিনিয়োগকারী যাহা ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগ করে এবং লেনদেন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে;

(ঙ) "তফসিলি ব্যাংক" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর Article 2(j)-তে সংজ্ঞায়িত 'Scheduled Bank';

(চ) "দায়গ্রহণের বাধ্যবাধকতা (underwriting obligation)" অর্থ প্রাইমারি নিলামে সরকার কর্তৃক ইস্যুতব্য সুরক্ষাপত্র নির্দিষ্ট পরিমাণে ক্রয়ের নিমিত্ত প্রাইমারি ডিলার কর্তৃক প্রদত্ত নিশ্চয়তা বা প্রতিশ্রুতি;

(ছ) "ধারক" অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সাবসিডিয়ারি জেনারেল লেজার বা বিনিয়োগ পোর্টফোলিও সুরক্ষাপত্র হিসাবে বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডে সংরক্ষিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(জ) "নিলাম কমিটি (auction committee)" অর্থ নিলামে সরকারি সুরক্ষাপত্রের কাট-অব ইল্ড (cut-off yield) অথবা কাট-অব প্রাইস (cut-off price) নির্ধারণ এবং প্রাইমারি ইস্যু ও বরাদ্দকরণের নিমিত্ত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গঠিত কমিটি;

(ঝ) "পরিচালনা নির্দেশিকা (operational guidelines)" অর্থ ইলেকট্রিনক সিস্টেম এবং সরকারি সুরক্ষাপত্রের পরিচালনা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত নির্দেশিকা;

(ঞ) "প্রাইমারি ইস্যু (primary issue)" অর্থ সরকার কর্তৃক প্রাইমারি মার্কেটে নিলামের মাধ্যমে সরকারি সুরক্ষাপত্র ইস্যু অথবা পুনঃইস্যু;

(ট) "প্রাইমারি ডিলার (primary dealer)" অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান, যাহা সরকারি সুরক্ষাপত্রের প্রাইমারি ইস্যু সম্পন্নের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন, স্ব-স্ব দায়গ্রহণের বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী ইস্যুতব্য বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ড নিজে ক্রয় অথবা অন্যান্য বিনিয়োগকারীর নিকট বিক্রয় নিশ্চিতকরণ এবং ইস্যু পরবর্তী মার্কেট উন্নয়নে সাহয়ক ভূমিকা পালন করে;

(ঠ) "প্রাইমারি মার্কেট (primary market)" অর্থ যেখানে সরকার কর্তৃক নিলামের মাধ্যমে সরাসরি বিনিয়োগকারীগণের নিকট সরকারি সুরক্ষাপত্র ইস্যু অথবা পুনঃইস্যু করা হয়;

(ড) "বাংলাদেশ ব্যাংক" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর অধীন স্থাপিত বাংলাদেশ ব্যাংক;

(ঢ) "ট্রেজারি বন্ড" বা "বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ড" অর্থ ২ বৎসর, ৫ বৎসর, ১০ বৎসর, ১৫ বৎসর অথবা ২০ বৎসর মেয়াদি বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ড এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ও এই বিধিমালার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ অন্য যে কোনো মেয়াদি বন্ড;

(ণ) "ব্যাংক" অর্থ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৫ এর দফা (ণ) এ সংজ্ঞায়িত ব্যাংক কোম্পানী;

(ত) "বিনিয়োগ পোর্টফোলিও সুরক্ষাপত্র (investment portfolio securities)" অর্থ এমন একটি হিসাব যেখানে গ্রাহকদের সরকারি সুরক্ষাপত্র রক্ষিত থাকে;

(থ) "ব্যবসায়ী অংশীদার সনাক্তকরণ (business partner indentification)" অর্থ সরকারি সুরক্ষাপত্রের ভান্ডারে রক্ষিত সাবসিডিয়ারি জেনারেল লেজার বা বিনিয়োগ পোর্টফোলিও সুরক্ষাপত্র সংক্রান্ত তথ্য;

(দ) "সরকারি সুরক্ষাপত্র (government security)" অর্থ Public Debt Act, 1944 (Act No. XVIII of 1944) এর section 2 এর clause (2) এ সংজ্ঞায়িত সরকারি সুরক্ষাপত্র (government security);

(ধ) "সাবসিডিয়ারি জেনারেল লেজার (subsidiary general ledger)" অর্থ কোনো তফসিলি ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত কোনো প্রতিষ্ঠানের সরকারি সুরক্ষাপত্রে রক্ষিত হিসাব; এবং

(ন) "সেকেন্ডারি মার্কেট (secondaryt market)" অর্থ প্রাইমারি মার্কেটে ইস্যুকুত সুরক্ষাপত্রের পরবর্তী লেনদেনের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি Public Debt Act, 1944 এবং Public Debt Rules, 1946 এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ড ক্রয়ের যোগ্যতা, ইত্যাদি।**—(১) বাংলাদেশে নিবাসী ব্যক্তি, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানী, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশন ফান্ড, মিউচুয়াল ফান্ড, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান এবং অনিবাসী বাংলাদেশিসহ যে কোনো অনিবাসী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ড ক্রয় করিতে পারিবে।

(২) অনিবাসী বিনিয়োগকারী কর্তৃক কুপন বা মুনাফা ও বিক্রয়লব্ধ অর্থ অথবা বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডের মেয়াদপূর্তিতে প্রাপ্ত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় প্রত্যাবাসনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত লেনদেন কোনো তফসিলি ব্যাংকে ক্রেতার নামে পরিচালিত অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব [Non-Resident Foreign Currency Account (NFCA)] অথবা অনিবাসী বিনিয়োগ টাকা হিসাব [Non-Resident Investors Taka Account (NITA)] হইতে সম্পাদিত হইতে হইবে।

৪। **বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডের ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি।**—(১) যেকোনো তফসিলি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক সিস্টেমে ব্যবসায়ী অংশীদার সনাক্তকরণ খোলার মাধ্যমে প্রাইমারি মার্কেট ও সেকেন্ডারি মার্কেটে বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ড ক্রয়-বিক্রয় করা যাইবে।

(২) সরকারি সুরক্ষাপত্র বাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক উহার নিজস্ব লেনদেনের প্লাটফর্মের পাশাপাশি দেশি বা বিদেশি ভান্ডার, এক্সচেঞ্জ অথবা প্লাটফর্মে সরকারি সুরক্ষাপত্রের তালিকাভুক্তি ও লেনদেনের অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে এবং এইক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশিকা অনুসারে তহবিল ও সুরক্ষাপত্র নিষ্পত্তি করা হইবে।

৫। **বিনিয়োগকারীর মৃত্যুতে বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডের স্বত্ব।**—বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডে ব্যক্তি কর্তৃক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী অংশীদার সনাক্তকরণ হিসাব খোলার সময় আবেদনপত্রে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে নমিনী হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করিতে হইবে এবং উহাতে একাধিক নমিনী হইলে প্রত্যেক নমিনীর পরিমাণ শতকরা হারে উল্লেখ করিতে হইবে।

(২) বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ড হিসাবের ধারক উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত নমিনী এবং শতকরা হার যে কোনো সময় লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

(৩) বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নমিনী মনোনীত না থাকিলে বিনিয়োগকারীর মৃত্যুতে তাহার বৈধ উত্তরাধিকারীগণ বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডের আইনগত মালিক হইবেন।

(৪) সুরক্ষাপত্র হিসাবধারীর মৃত্যুর পর নমিনী অথবা নমিনী মনোনীত না থাকিলে তাহার বৈধ উত্তরাধিকারীগণ সুরক্ষাপত্র হিসাবে রক্ষিত সরকারি সুরক্ষাপত্র সেকেন্ডারি মার্কেটে বিক্রয় অথবা মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণ করিতে পারিবেন।

৬। **মেয়াদপূর্তি এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য।**—(১) বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ড সেকেন্ডারি মার্কেটে লেনদেনযোগ্য এবং মেয়াদপূর্তিতে সরকার কর্তৃক উহার অভিহিত মূল্য পরিশোধযোগ্য হইবে।

(২) প্রতিটি বন্ডের কুপন হার স্ব-স্ব নিলামে নির্ধারিত হইবে এবং নিলাম নোটিশের ঘোষণা মোতাবেক ইস্যুর তারিখ হইতে ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক অথবা বার্ষিক ভিত্তিতে কুপন পরিশোধযোগ্য হইবে।

(৩) বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ড ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (demat) ফরম্যাটে নিবন্ধিত বন্ড হিসেবে ইস্যু হইবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি জেনারেল লেজার অথবা বিনিয়োগ পোর্টফোলিও সুরক্ষাপত্র সংক্রান্ত ইলেকট্রনিক সিস্টেমে রক্ষিত থাকিবে।

(৪) প্রচলিত আয়কর আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডের আয়ের উপর কর প্রযোজ্য হইবে।

(৫) ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব হিসাবে ধারণকৃত বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ড ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ অনুসারে Statutory Liquidity Ratio (SLR) সংরক্ষণের জন্য অনুমোদিত সুরক্ষাপত্র হিসেবে গণ্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো গ্রাহক কর্তৃক ধারণকৃত বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ড ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের SLR পূরণের জন্য বিবেচিত হইবে না।

(৬) কোনো গ্রাহকের অনুকূলে ধারণকৃত বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ড ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রেপো (repo), লিয়েন (lein) ও প্লেজ (pledge) হিসেবে ব্যবহারযোগ্য হইবে না।

(৭) সরকার যে কোনো নূতন বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ড ইস্যুকরণের সময় সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, যেমন- call option, put option ইত্যাদি যোগ করিতে পারিবে এবং উহা নিলাম নোটিশের মাধ্যমে প্রকাশ করা হইবে।

(৮) সরকারি সুরক্ষাপত্রের মার্কেট উন্নয়নের স্বার্থে সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ড বিভিন্ন প্রকার ডেরিভেটিভ (derivative) দলিলাদির ভিত্তিস্বরূপ (underlying) ব্যবহারযোগ্য হইবে।

(৯) বাংলাদেশের কোনো আইনে বর্ণিত থাকিলে কোনো সংস্থা কিংবা প্রতিষ্ঠানের ধারণকৃত সরকারি সুরক্ষাপত্রের জামানত অথবা বিধিবদ্ধ জমা হিসেবে ব্যবহার করা যাইবে।

৭। **বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডের প্রাইমারি ইস্যু।**—বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডের প্রাইমারি ইস্যুর ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে, যথা :—

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত নিলাম সূচি এবং নিলাম নোটিশ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডের প্রাইমারি ইস্যু সম্পন্ন হইবে;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডের নিলাম অনুষ্ঠিত হইবে;

(গ) নিলামে ইল্ড-বেইজড মাল্টিপল প্রাইস (yield-based multiple price) পদ্ধতিতে অভিহিত মূল্যে বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ড ইস্যু করা হইবে;

(ঘ) প্রাইমারি ডিলার নিজের পক্ষে দরপত্র দাখিল করিবে এবং যোগ্য ক্রেতার পক্ষে চাহিদা মাফিক দরপত্র দাখিল করিতে পারিবে;

(ঙ) ১ (এক) লক্ষ টাকার গুণিতক অংকের অভিহিত মূল্যে (face value) দরপত্র দাখিল করিতে হইবে;

(চ) দরপত্র দাখিলকারী ব্যাংক অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধযোগ্য অর্থ (settlement amount) পরিশোধের নিমিত্ত বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত চলতি হিসাবে পর্যাপ্ত স্থিতি (balance) রহিয়াছে মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংককে নিশ্চিত করিতে হইবে;

(ছ) বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডের ভিন্ন ভিন্ন নিলামের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দরপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডের যে কোনো নিলামে একাধিক দরপত্র দাখিল করা যাইবে;

(জ) বাংলাদেশ ব্যাংক যে কোনো নিলামে ব্যবসায়ী অংশীদার সনাক্তকরণ ভিত্তিক সম্মিলিত সর্বোচ্চ দরপত্র সীমা আরোপ করিতে পারিবে;

(ঝ) নিলামের দিন দুপুর ১২:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত ইলেকট্রনিক সিস্টেমে দরপত্র গ্রহণ করা হইবে এবং দুপুর ১২:৪৫ ঘটিকায় ইল্ড অনুযায়ী ঊর্ধ্বগামী অথবা মূল্য অনুযায়ী নিম্নগামী ক্রমানুসারে দরপত্রসমূহ বিন্যাসকরত নিলাম কমিটি সমীপে উপস্থাপন করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত প্রক্রিয়ায়, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, যেমন-সিলগালা করা কভারে (BID ফরম) এবং সময়সীমার মধ্যে দরপত্র গ্রহণ করা যাইবে;

(ঞ) নিলাম কমিটি ইল্ড এর ঊর্ধ্বগামী অথবা মূল্য এর নিম্নগামী ক্রমানুসারে নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত নিলামের দরপত্র গ্রহণ করিবে এবং কাট-অব-রেটে একাধিক দরপত্রের ক্ষেত্রে উক্ত রেটে দাখিলকৃত দরপত্রসমূহের মধ্যে বণ্টনযোগ্য বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ড আনুপাতিক হারে বণ্টিত হইবে;

(ট) দরপত্র দাখিলকারীগণ কর্তৃক দাখিলকৃত দরপত্রসমূহের মধ্যে নিলাম কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত কাট-অব-ইল্ড সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডের বার্ষিক কুপন রেট হিসেবে নির্ধারিত হইবে;

(ঠ) নির্ধারিত কাট-অব-ইল্ড অপেক্ষা উচ্চহারে উদ্ধৃত দরপত্র গৃহীত হইবে না এবং কাট-অব-রেটে উদ্ধৃত দরপত্রসমূহ অভিহিত মূল্যে বরাদ্দ হইবে;

(ড) বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ড ইস্যুর সময় কাট-অব-ইল্ড অপেক্ষা কম ইল্ড দাখিলকারী দরপত্রদাতাদের বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইল্ড এর ভিত্তিতে হিসাবায়িত প্রিমিয়ামসহ অভিহিত মূল্য সরকারকে পরিশোধ করিতে হইবে;

(ঢ) নিলামের দিন বিকাল ৩:৩০ ঘটিকার মধ্যে নিলামের ফলাফল ঘোষণা করা হইবে এবং গৃহীত দরপত্রের বিপরীতে নিলাম পরবর্তী কর্মদিবসে (T+1) পরিশাধযোগ্য অর্থ (settlement amount) সংশ্লিষ্ট দরপত্র দাখিলকারীদের অনুকূলে বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত চলতি হিসাব বিকলনপূর্বক বালাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ড ইস্যু করা হইবে এবং ইলেকট্রনিক সিস্টেমে রক্ষিত সাবসিডিয়ারি জেনারেল লেজার বা ব্যবসায়ী অংশীদার সনাক্তকরণ হিসাবে সুরক্ষাপত্র আকলন করা হইবে;

(ণ) ইস্যুকৃত বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডের অভিহিত মূল্য সরকারের নামে বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত হিসাবে আকলন করা হইবে এবং প্রিমিয়াম অথবা ডিসকাউন্ট সরকারের পৃথক হিসাবে আকলন অথবা বিকলন করা হইবে;

(ত) বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ড সাবসিডিয়ারি জেনারেল লেজার বা বিনিয়োগ পোর্টফোলিও সুরক্ষাপত্র হিসাবের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক ভিত্তিতে অথবা বুক এন্ট্রি (book-entry) পদ্ধতিতে ইস্যু হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের হিসাব বিকলন ও আকলন করার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডের মালিকানা হস্তান্তর করা হইবে;

(থ) নিলামে দরপত্র দাখিলকারী প্রতিটি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকে দুইটি পৃথক সুরক্ষাপত্র হিসাব পরিচালনার যোগ্য হইবে, যাহার একটি সাবসিডিয়ারি জেনারেল লেজার হিসাব তাহাদের নিজ নামে নিজস্ব স্থিতি রক্ষণের নিমিত্ত এবং অপরটি বিনিয়োগ পোর্টফোলিও সুরক্ষাপত্র হিসাব যাহা গ্রাহকদের নামে স্থিতি রক্ষণের নিমিত্ত পরিচালিত হইবে;

(দ) সাবসিডিয়ারি জেনারেল লেজার হিসাবধারী নিজেদের এবং গ্রাহকদের হিসাব পৃথকভাবে সংরক্ষণ করিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক সকল সাবসিডিয়ারি জেনারেল লেজার বা বিনিয়োগ পোর্টফোলিও সুরক্ষাপত্র হিসাব ইলেকট্রনিক সিস্টেমের মাধ্যমে সংরক্ষণ করিবে এবং উক্ত ইলেকট্রনিক সিস্টেম সরকারি সুরক্ষাপত্রের ভান্ডার হিসেবে কাজ করিবে;

(ধ) নিলাম কমিটি নিলামের দরপত্র গ্রহণ, প্রত্যাখ্যান বা নিলাম বাতিল করিতে পারিবে; এবং

(ন) বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রয়োজনে, নিলামের দরপত্র দাখিল এবং ফলাফল প্রকাশের সময় পরিবর্তন করিতে পারিবে।

৮। **বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ড পুনঃইস্যুকরণ।**—বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডের পুনঃইস্যুর ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে, যথা :—

(ক) কোনো নির্দিষ্ট বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডের বিপরীতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বোচ্চ ইস্যু সীমা অতিক্রম না করিয়া বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃইস্যু করিতে পারিবে এবং উহা প্রতিটি নিলামের পূর্বে নিলাম নোটিশের মাধ্যমে অবহিত করা হইবে;

(খ) পুনঃইস্যুকৃত বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডের মেয়াদ পুর্তি, কুপন প্রদানের তারিখ এবং কুপন হার মূল বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডের অনুরূপ হইবে এবং মেয়াদপূর্তির তারিখে বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডের অভিহিত মূল্য পরিশোধিত হইবে;

(গ) বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডের পুনঃইস্যু মাল্টিপল-প্রাইস-ভিত্তিক (multiple-price-based) হইবে এবং পুনঃইস্যুর নিলামে দরপত্র দাখিলকারীগণ প্রত্যাশিত দর অনুযায়ী প্রিমিয়ামে বা অভিহিত মূল্যে বা ডিসকাউন্টে দরপত্র দাখিল করিতে পারিবে;

(ঘ) বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডের মূল্যের নিম্নগামী ক্রমানুসারে দরপত্রসমূহ বিন্যাসকরত নিলাম কমিটি সমীপে উপস্থাপন করা হইবে এবং নিলাম কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত কাট-অব প্রাইস অনুযায়ী নিলামে দরপত্র গৃহীত হইবে;

(ঙ) বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ড ক্রয়ের সময় ইস্যু অথবা সর্বশেষ কুপন তারিখ হইতে পুনঃইস্যুর তারিখ পর্যন্ত অর্জিত সুদ, যদি থাকে, বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডের ক্রয় মূল্যের সহিত সফল দরপত্র দাখিলকারীগণ কর্তৃক পরিশোধ করিতে হইবে এবং অর্জিত সুদ সরকারের পৃথক হিসাবে আকলন করিতে হইবে;

(চ) বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ড পুনঃইস্যুর ক্ষেত্রে বিধি ৭ এর দফা (ঢ), (ণ), (ত), (থ) ও (দ) অনুসারে সুরক্ষাপত্র ও তহবিলের হিসাবায়ন করা হইবে; এবং

(ছ) প্রাইমারি নিলামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অন্যান্য বিধি-বিধান বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ড পুনঃইস্যুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

৯। **বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডের সেকেন্ডারি লেনদেনের পদ্ধতি।**—(১) বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ড সেকেন্ডারি মার্কেটে ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য হইবে এবং উক্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে হস্তান্তরসমূহ (transfer) বাংলাদেশ ব্যাংকের ইলেকট্রনিক্স সিস্টেমে রক্ষিত সাবসিডিয়ারি জেনারেল লেজার বা বিনিয়োগ পোর্টফোলিও সুরক্ষাপত্র হিসাবে সংরক্ষিত থাকিবে।

(২) ব্যবসায়ী অংশীদার সনাক্তকরণ হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ এবং সুরক্ষাপত্রের মালিকানা হস্তান্তর করিবার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালনা নির্দেশিকায় উল্লিখিত যে কোনো প্রকার ফি আরোপ করিতে পারিবে।

(৩) বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ড ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব হিসাব হইতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রক্ষিত বিনিয়োগ পোর্টফোলিও সুরক্ষাপত্র হিসাবে অথবা একই ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রক্ষিত এক বিনিয়োগ পোর্টফোলিও সুরক্ষাপত্র হিসাব হইতে অপর বিনিয়োগ পোর্টফোলিও সুরক্ষাপত্র হিসাবে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত চলতি হিসাবের মাধ্যমে কোনো প্রকার তহবিল নিষ্পত্তি করিবার প্রয়োজন হইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, বিনিয়োগকারীর আবেদনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিতকরত সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান অভ্যন্তরীণ তহবিল নিষ্পত্তির মাধ্যমে উক্তরূপ লেনদেন সম্পাদন করিতে পারিবে।

(৪) উপ-বিধি (৬) এ বর্ণিত লেনদেনসমূহ ব্যতীত যে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত অপর কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের, অথবা কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকের সহিত অপর কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বা গ্রাহকদের লেনদেনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত চলতি হিসাবে তহবিল নিষ্পত্তির মাধ্যমে একই দিনে (T+0) কিংবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত বা ঘোষিত নিষ্পত্তির পদ্ধতি মোতাবেক সুরক্ষাপত্র নিষ্পত্তি করা হইবে।

(৫) সাবসিডিয়ারি জেনারেল লেজার হিসাবধারীদের মধ্যে, সাবসিডিয়ারি জেনারেল লেজার হিসাবধারীদের সহিত তাহাদের নিজস্ব গ্রাহকদের মধ্যে, সাবসিডিয়ারি জেনারেল লেজার হিসাবধারীর সহিত অপর সাবসিডিয়ারি জেনারেল লেজার হিসাবধারীর গ্রাহকদের মধ্যে বা এক সাবসিডিয়ারি জেনারেল লেজার হিসাবধারীর গ্রাহকের সহিত অপর সাবসিডিয়ারি জেনারেল লেজার হিসাবধারী গ্রাহকের মধ্যে অথবা এক সাবসিডিয়ারি জেনারেল লেজার হিসাবধারীর নিজস্ব গ্রাহকদের মধ্যে লেনদেন ইলেকট্রনিক সিস্টেমে পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ হইবে।

(৬) কোনো নিবাসী এবং অনিবাসী বিনিয়োগকারী, অনিবাসী বাংলাদেশি নাগরিকসহ যে কোনো অনিবাসী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বা এক অনিবাসী বিনিয়োগকারী এবং অপর এক অনিবাসী বিনিয়োগকারীর মধ্যে কেবলমাত্র ওভার-দা-কাউন্টার [over-the-counter (OTC)] লেনদেনের ক্ষেত্রে পরবর্তী ২ (দুই) কর্মদিবসের মধ্যে (T+2) কিংবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত বা ঘোষিত নিষ্পত্তির পদ্ধতি মোতাবেক লেনদেনের নিষ্পত্তি সম্পন্ন হইবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) এ বর্ণিত লেনদেনের ক্ষেত্রে তহবিল বা সুরক্ষাপত্র নিষ্পত্তির ঝুঁকি ক্রেতা ও বিক্রেতার উপর বর্তাইবে।

(৮) প্রাইমারী ডিলার এবং অন্যান্য ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান উহাদের সেকেন্ডারি মার্কেটের সকল লেনদেন পরিচালনা নির্দেশিকায় বর্ণিত প্রক্রিয়ায় বা ফরমে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ ব্যবস্থাপনা শাখা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল শাখায় দাখিল করিবে।

(৯) ইলেকট্রনিক সিস্টেমের কর্মপ্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, সময় সময়, পরিচালনা নির্দেশিকা প্রণয়ন করিবে।

(১০) সরকারি সুরক্ষাপত্রের লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনো দ্বন্দ্ব বা বিবাদ উত্থাপিত হইলে উহা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশিকা অনুযায়ী নিষ্পত্তি হইবে।

১০। **বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডের কুপন প্রদান পদ্ধতি**।—(১) বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডের কুপন প্রদানের নিমিত্ত ত্রৈমাসিক বা অর্ধবার্ষিক বা বার্ষিকভিত্তিতে কুপন প্রদানের তারিখের পূর্বের কর্মদিবসটি বন্ধ সময় (Shut period) হিসেবে বিবেচিত হইবে এবং উক্ত বন্ধ সময়ে কোনো বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ড হস্তান্তর বা পরিশোধযোগ্য হইবে না।

(২) ইলেকট্রনিক সিস্টেমে রক্ষিত সাবসিডিয়ারি জেনারেল লেজার বা বিনিয়োগ পোর্টফোলিও সুরক্ষাপত্র হিসাব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডের স্থিতির উপর নির্দিষ্ট কুপন হার অনুযায়ী কুপন তারিখে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আয়কর কর্তন সাপেক্ষে, হিসাবায়নকৃত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সরকারের নির্দিষ্ট হিসাব বিকলনপূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাবে আকলন করা হইবে।

(৩) কুপন প্রদানের নির্ধারিত তারিখ কোনো কর্মদিবস না হইলে পরবর্তী কর্মদিবসে যথা নিয়মে কুপন প্রদান করা হইবে।

১১। **মেয়াদপূর্তিতে অভিহিত মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি**।—(১) বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডের মেয়াদ পূর্তির তারিখের পূর্বের কর্মদিবসটি বন্ধ সময় হিসেবে বিবেচিত হইবে এবং উক্ত বন্ধ সময়ে কোনো বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ড হস্তান্তর বা পরিশোধযোগ্য হইবে না।

(২) মেয়াদ পূর্তির তারিখে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডের স্থিতির উপর ভিত্তি করিয়া অভিহিত মূল্য প্রদানের নিমিত্ত বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সরকারের নির্দিষ্ট হিসাব বিকলনপূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাব আকলন করা হইবে।

(৩) বাংলাদেশ সরকারি ট্রেজারি বন্ডের মেয়াদ পূর্তির তারিখ কোনো কর্মদিবস না হইলে পরবর্তী কর্মদিবসে যথা নিয়মে উহার অভিহিত মূল্য পরিশোধ করা হইবে।

১২। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) অর্থ বিভাগ কর্তৃক ১০ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ তারিখে MF/IRD/SAVINGS/S-10/2003/303 নং স্মারকে জারীকৃত Bangladesh Government Treasury Bond Rules, 2003 এবং ২৪ জুন, ২০০৭ তারিখে MF/FD/RDMS-1/Policy & Organizations-3/2006/147 নং স্মারকে জারীকৃত Notification এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত Rules এবং Notification এর অধীনকৃত কোনো কাজ বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা ইস্যুকৃত ট্রেজারি বন্ড, বন্ড, জারীকৃত নির্দেশিকা, নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি এই বিধিমালার অধীন কৃত, গৃহীত, ইস্যুকৃত বা জারীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আব্দুর রউফ তালুকদার
সিনিয়র সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www. bgpress. gov. bd